Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 3rd June, 1953 | ৩য় সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. SERVICE

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভি[illegible] প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যব[illegible] আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটি[illegible]
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটে[illegible]
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

বিহারী বিচার

—•—

স্বাধীনতা আমদানীর পর বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের ভাগ্য তুলনা করিয়া বলা যায়—

বিহারের পৌষ মাস—
পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বনাশ।

স্বাধীন ভারতে প্রথম রাষ্ট্রীয় সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন বিহারী নেতা ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে (এক সাহেবী চাল ছাড়া) বিহারে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বিহারের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য পক্ষপাতিত্ব করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, একথা সর্ব্বজনবিদিত। বিহার সরকার বঙ্গভাষাভাষী জেলাগুলি পশ্চিম বঙ্গকে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাবে তাঁহার সুচিন্তিত মত জানিতে চাহিলে, তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিহার সরকার তাঁহার কাগজপত্র খুঁজিলেই দেখিতে পাইবেন—"বঙ্গভাষাভাষী যে সকল অঞ্চল ইংরেজের ব্যবস্থায় বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশভুক্ত হইয়াছিল—কংগ্রেস সেই সকল স্থান বাঙলার সামিল করার প্রতিশ্রুতি ইংরাজের এই অব্যবস্থার প্রবর্ত্তনাবধিই দিয়া আসিয়াছেন—আজ এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ, ঐ সকল স্থান বিহারভুক্ত রাখার কোন সঙ্গত অধিকার বিহারের নাই।" আজ পশ্চিম বাঙলার দুর্ভাগ্যক্রমে ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ ইহলোকে নাই।

গণতন্ত্র ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও বিহারী নেতা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এখনও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ হইল, তারপর ২১শে ডিসেম্বর পাটনায় হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণে দেখিতে পাইবেন—**বিহার প্রদেশ হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যে ত্রুটি হেতুই পশ্চিম বঙ্গ সিংভুম ও ধলভুম হিন্দী ভাষাভাষী নহে বলিয়া ঐ দুই স্থানের পশ্চিম বঙ্গ ভুক্তির দাবি করিতেছে।** বেশ বোঝা যায় বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি একদিন বিহারের অন্যায় স্বার্থের পক্ষপাতিত্ব করিয়া এই সব অঞ্চলের লোককে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার চেষ্টা করিতে হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনীকে উপদেশ দিয়াছেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে বিহার প্রদেশের অঙ্গপুষ্টির সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রস্তাব করেন—Congress prays that in re-adjusting the provincial boundaries the Government will be pleased to place all the Bengali-speaking districts under one and the same administration.

—কংগ্রেসের নিবেদন—গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক সীমানার পুনর্ব্যবস্থা করিয়া বাঙলা ভাষাভাষী জেলাগুলিকে যেন একই অভিন্ন শাসনাধীনে স্থাপন করেন।

এই প্রস্তাব সমর্থন করেন—বিহারের কংগ্রেস প্রতিনিধি পরমেশ্বর লাল। তিনি বলেন—"পুনর্গঠন কালে যেন বঙ্গভাষাভাষী জিলাগুলি বাঙলাভুক্ত করা হয়—তাহাতে কোন বিহারীর আপত্তি থাকিতে পারে না।"

গণতান্ত্রিক মতে শাসিত ভারতের রাজা নামে কেহ না থাকিলেও নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদই বর্ত্তমানে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি বিহারের অধিবাসী। গত ৩০শে মে পাঁচমারীতে এক ভাষণে বলিয়াছেন যে দেশের অধিবাসীর চরিত্রবলই দেশের সম্পদ। কথাটা শুনিয়া আমাদের মনে হয়—রাষ্ট্রপতিই দেশের রাজা, তিনি যদি চরিত্রবলে বলীয়ান হন তবে সমস্ত দেশের সুশাসন ফিরিয়া আসিয়া রামরাজ্যের অনুরূপ রাজ্য গঠিত হইতে বিলম্ব হইবে না। সম্মুখে তাঁহার ঘোর পরীক্ষার দিন উপস্থিত। আমরা এই প্রবন্ধেই তাঁহার পূর্ব্বের মনোভাবের কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি। তাঁহার প্রদেশবাসী স্বর্গত নেতৃবৃন্দের বিহারের বাঙলা ভাষাভাষী অংশ সম্বন্ধে মতামত বর্ণনা করিয়াছি। বর্ত্তমান নেতারা সূচ্যগ্র মেদিনীর জন্য দুর্য্যোধনের মত গদা উত্তোলন করিয়া যে আস্ফালন, যে অভদ্র ভাষা উচ্চারণ করিতেছেন, তাহাও তাঁহার অবিদিত নহে।

বিচারভার তাঁহার উপরে পড়িলে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতির চরিত্রবলের পরীক্ষার ফল ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। যেখানে স্বার্থের পরার্থে সংঘর্ষ সেইখানেই বিচারকের বিচার করিবার সুযোগ জনসাধারণে পাইয়া থাকে।

এক কাজি সাহেব তাহার নিজের স্বার্থঘটিত ব্যাপারে যে বিচার করিতেন, তাহা দেশে এখনও গল্পে প্রচলিত আছে। কাজি সাহেব মুসলমান আমলে বিচারের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ছিলেন। এক তেলীর খুব বলিষ্ঠ বলদ কাজি সাহেবের বলদের সঙ্গে লড়াই করিয়া কাজির বলদটিকে মারিয়া ফেলে। তেলী কাজির নিকটে গিয়া বলিল, জনাব, একটি বলিষ্ঠ বলদ আর একটি দুর্ব্বল বলদের সঙ্গে লড়াই করিয়া বলদটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। হুজুর, আইন দেখিয়া বলুন তো ইহাতে বলিষ্ঠ বলদওয়ালার কি দণ্ড হইবে? কাজি কাহার বলদে কাহার বলদ মারিয়াছে না জানিয়াই বলিলেন—কানুন আদমীকা বাস্তে। জানোয়ারকাবাস্তে নাহি। জানোয়ার জানোয়ারকো মারা উস্‌মে ক্যা হোগা! তখন কলু বলিল—হুজুরের বলদের সঙ্গে আমার বলদ লড়াই করিয়া হুজুরের দুর্ব্বল বলদকে মারিয়া ফেলিয়াছে। তখন কাজি তাঁহার ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন—বেটা! লাল কেতাবঠো লে আ তো! ছেলে কেতাব আনিয়া দিলে, বার কত কেতাবের পাতা উল্‌টাইয়া কাজি তেলীকে বলিল দেখো—

লাল কেতাবমে লেখতা এঁও—
তেলী বয়েল লড়ায়া কেঁও।
খড়ি চারসে কিয়া মুষ্টণ্ড,
বয়েল কে বয়েল ঔর
পচাশ রূপেয়া দণ্ড।

লাল কেতাবে লিখছে—তেলী বলদকে লড়িতে দিল কেন? বলদকে খৈল আর চারা খাওয়াইয়া বলিষ্ঠ করিল কেন? বলদের বদল বলদ দিতে হইবে আর পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিতে হইবে।

রামরাজ্যের অভিলাষী রাষ্ট্রপতি বাঙলা-বিহার মীমাংসায় কি বিচার করেন, তাহা দেখিবার সময় উপস্থিত। ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙলার চোরাই মালে বিহারকে সমৃদ্ধ করা কি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সহিবেন!

উল্‌টো চাপ

—০—

গত ২৯শে এপ্রিলের 'জঙ্গিপুর সংবাদে' "কাণ্ডারী হুশিয়ার" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মহকুমার একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯৫২ অব্দের বাৎসরিক পরীক্ষার অপাঠ্য উর্দ্দু প্রশ্নের কিয়দংশের ফটো ব্লক ছাপাইয়া বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভ্যগণের নিকটে পাঠাইয়া তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহারা যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন তাহা জানাইলে তাহা প্রকাশ করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। অন্যথায় শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনয়ন করিবার কথাও বলিয়াছিলাম।

বিদ্যালয়ের জনৈক সভ্য ব্যাপারটি পরিচালনা সমিতির অধিবেশনে আলোচনার বিষয়ীভূত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। বিষয়টি যাহাতে সমিতিতে উত্থাপিত না হয় তজ্জন্য, সভ্য নন, (অসভ্য?) এমন এক ব্যক্তি ব্যাপারটি চাপা দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই "মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ" দেখিলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই ইহার কারণ অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মিটিঙে ব্যাপারটি উত্থাপিত হওয়া মাত্র যাঁহার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য এই অঘটন হইয়াছে তিনি বলিয়া উঠিলেন ইহা ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতঃ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। যদি ফটো ছাপা না হইত, তাহা হইলে, সাফ অস্বীকার চলিত—প্রশ্নপত্র অপাঠ্য নয়। আমরা ইহা জানিয়াই ব্যয়সাপেক্ষ ব্লক ছাপাইয়াছিলাম। এই ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রণের হাতেকলমে প্রমাণ দেখিয়াও সভ্যগণের কেহ প্রশ্ন করিলেন না যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য আপনার মুদ্রাকরকে কি হাত করিয়া প্রশ্নগুলি অপাঠ্য করিয়াছে?

আমাদের স্কন্ধে এই বিদ্বেষের চাপ দিতে দেখিয়া এক ধনী জমিদারের এক আদুরে গোপাল ছেলের গাঁজা খাওয়ার গল্প মনে হইল। বাবার আদর ও স্পর্দ্ধা পাইয়া খোকন যা তা আরম্ভ করিয়াছে। অতিরিক্ত গাঁজাও খাইতে শিখিয়াছে। একজন প্রজা আসিয়া ধনী জমিদারকে বলিল—বাবু, খোকাবাবু গাঁজা খেতে শিখেছেন। বাবু খোকাকে ডাকাইয়া গাঁজা খাওয়ার কথা বলিবামাত্র খোকন কোন্ অমুক বলে—বলিয়া সকার বকার করিয়া গালাগালি দিতে লাগিল। অনুযোগকারী তখন খোকনের হাত ধরিয়া সকলের সম্মুখে বাঁ হাতের তলায় গাঁজা টেপার কড়া এবং ডান হাতে বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জ্জনীর মধ্যে গাঁজার ধুমোর দাগ তাহার বাবাকে দেখাইবামাত্র বুদ্ধিমান খোকন বলিয়া উঠিল,—বাবা, আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি করতে পারি—এর ভাল মন্দ আমি কিছু জানি না, কোন্ বেটা আমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার হাতে গাঁজা টিপে, গাঁজা খেয়ে গেছে। বাবা তাই বিশ্বাস করিয়া সকলের সম্মুখে ছেলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগত বিদ্বেষে প্রশ্ন অপাঠ্য হইয়া গেল!

যে প্রেসে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ছাপা হয় তার নাম পণ্ডিত প্রেস। দুই জন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন—পণ্ডিত প্রেস ছাপে ভাল, তা কতবার আমরা বলেছি, কোনও রকমে ছাপতে রাজি হয়নি। পণ্ডিত প্রেসের উপর উল্‌টো চাপ!

পণ্ডিত প্রেস তাহার এই অপরাধ স্খালনের জন্য কাগজের মারফৎ নিবেদন করিতেছে, শ্রবণ করুন—স্কুল যখন ছোট অর্থাৎ মাইনর ছিল, তখনকার কর্ত্তাকে হলপ দিয়া জিজ্ঞাসা করুন—পণ্ডিত প্রেস কতদিন ঐ স্কুলের প্রশ্ন ছাপিয়াছে? যে টাকা স্কুল দিতে সক্ষম হইত,—পণ্ডিত প্রেস সেই পরিমাণ বিল করিত কি না? পণ্ডিত প্রেসের বুড়োটা আর তার ছেলে কয়েক বৎসর ধরিয়া স্কুলের কৃতী ছাত্রদের পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতে পারে, এমন দুইটি পুরস্কার দিত কি না? কি অপরাধে বা অপবাদে পণ্ডিত প্রেস তাহার বহুদিনকার অধিকারে বঞ্চিত হয়? দেখিবেন, ঠোঁট চাটা ভিন্ন কোন সঙ্গত উত্তর আসে কি না। TEACHER (টিচার—শিক্ষক) ও CHEATER (চিটার—প্রতারক) লিখিতে একই অক্ষর উল্‌টো পাল্‌টা ভাবে ব্যবহৃত হয়।

আমরা কাগজাত প্রমাণ (documentary evidence) সহ দেখাইব বিদ্যালয়টি উল্লিখিত দুই প্রকার ব্যক্তিত্বে সমৃদ্ধ। প্রশ্ন ছাপা খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ। যে বিদ্যালয়ে এই প্রকার অদ্ভুত প্রাণীর আবির্ভাব, তাহারা কখন 'প্রশ্ন প্রেস হইতে পরীক্ষার পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে' বলিয়া অপবাদ দিতে দ্বিধা করিবে না, এ আশঙ্কা পণ্ডিত প্রেস যথেষ্ট করে।

পরিচালন সমিতি শেষ অবধি অস্পষ্ট ছাপার জন্য ভবিষ্যতে সাবধানতার কথাও সিদ্ধান্ত করিলে, শিক্ষক মহাশয়ের নামে দাগ পড়ে বলিয়া তাঁহারই কথিত কারণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাধু! সাধু!! সাধু!!!

পরিচালন সমিতির পরিচালনার গুণে নাকি প্রাক্তন হেড মাষ্টার মহাশয় প্রায় দেড় হাজার টাকার অধিক টাকার জন্য বিদ্যালয়কে দায়ী করিয়াছেন। এ সময়ে আমরা বিদ্যালয়ের নাম প্রকাশ করিতে বিরত থাকিলাম।

শুধু এ বিদ্যালয় নয়, যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজেকে অন্য কোন কঠিন কাজের অযোগ্য জানিয়া শিক্ষকতাকে সহজসাধ্য বলিয়া জীবনধারণের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া, লব্ধ বেতনে সন্তুষ্ট না হইয়া আয় বৃদ্ধির জন্য ছোঁ ছোঁ করিয়া বেড়ান, এবং নানা কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন তাঁহারাই বিদ্যালয়ের শত্রু।

লালসা-বিজয়ী মানুষের ছেলের বিবাহ!

—০—

রঘুনাথগঞ্জের শ্রীপূর্ণচন্দ্র সাহা শিক্ষক মহাশয় জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে অনেকেরই পরিচিত। বর্ত্তমান "নেব, খাব, দেবনার" যুগে এমন মানুষ আমরা দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার ছাত্রগণ যদি কেবলমাত্র ইহার চরিত্রের অনুকরণ করিতে পারিত তবে দেশে খাঁটি মানুষের অভাব থাকিত না।

পূর্ণচন্দ্র ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে মাতৃপিতৃ ও পৈতৃক সম্পত্তিহীন হইয়া, আবাল্য যে চরি পরীক্ষা দিয়া লালসা বিজয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখ আসিয়াছেন, তাহা অভাবগ্রস্ত লোকের প সাধনার ফল নহে। পূর্ণচন্দ্র আই. এ. প প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্য সমাপন করিতে বাধ্য হন। উদরা রঘুনাথগঞ্জ এম. ই. স্কুলে পাঠনকার্য্য আরম্ভ তাঁহার পাঠন-নৈপুণ্যে ছাত্রদিগের অভি তাঁহাকে গৃহশিক্ষকরূপে নিয়োগ ক

অনেকেই আগ্রহান্বিত হইতেন। পূর্ণচন্দ্র স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া সন্ধ্যা-সকালে যে কয়টি ছাত্রকে নিখুঁতভাবে পড়াইতে সক্ষম হইতেন, তার বেশী ছাত্রের গৃহশিক্ষার ভার অর্থের লোভে কখনও গ্রহণ করেন নাই। রাত্রিকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে পড়াইতেন। শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার পিতার যত্নে ও স্বীয় অধ্যবসায়-বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বাদশ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করতঃ কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে আই. এস-সি. এবং পুণা হইতে কৃষিবিদ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি. এ.র সমপর্য্যায়ের ডিগ্রী লাভ করেন। বর্ত্তমানে কলিকাতায় সরকারী কৃষি বিভাগে চাকরি করিতেছেন।

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দ্বিতীয় পদে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কন্যার এবং লক্ষপতির উত্তরাধিকারিণী একমাত্র কন্যার সহিত সম্বন্ধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া একজন সর্ব্বহারা বৃদ্ধ উদ্বাস্তু প্রাক্তন শিক্ষকের কন্যা দীপিকার সহিত গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র পুত্র অক্ষয়কুমারের বিবাহ দিয়া নিজের লালসা-বিজয়-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিধাতা পূর্ণচন্দ্রের গৃহে অক্ষয়-দীপিকার মিলন ঘটাইয়া গৃহের যাবতীয় তমোনাশ করিবেন, আমরা এই কামনা করি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই জুন ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৩৮৭ খাং ডিঃ বিবি জারিয়াতন নেসা দিং এরফান আলি খাঁ দিং দাবি ১৮৭৸৩ থানা সুতী মৌজে হারুয়া ১০-২৮ শতকের কাত ১৯৸৵০ ৮০০৲ খং ৩১০

চৌকি জাঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই জুন ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৪৪ খাং ডিঃ সোরেন্দ্রনাথ রায় দেং তামিজুদ্দিন দাবি ২০।৵০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপ- শতকের কাত ৫/১৫ আঃ ৫৲ খং ১৯৩

৩৯১ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দেং ইমানি মোমিন দিং দাবি ৪২॥৵৯ থানা ফরাক্কা মৌজে মুস্কিনগর ৩৭ শতকের কাত ৫৵১২ আঃ ৫৲ খং ১৫৯

৩৭৬ খাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দিং দাবি ২৬০/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে কিঃ নিম্পিবিরল ৪-৬৪ শতকের কাত ২৪॥৵৪ আঃ ১০০৲ খং ১৬১।২৮৭

২৬১ খাং ডিঃ বিধুসুন্দরী দেবী দেং দুলাল মণ্ডল দিং দাবি ১৭।৵৯ থানা ফরাক্কা মৌজে আন্ধুয়া ৫৩ শতকের কাত ৩৸৵৪ আঃ ১০৲ খং ১৮৫

৪১৭ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং মদিনা সেখ দিং দাবি ৩৫৲ থানা ফরাক্কা মৌজে কলাইডাঙ্গা ২-০১ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১৫৲ খং ৮৭

১৩ মনি ডিঃ অধরচন্দ্র দত্ত দিং দেং বৈদ্যনাথ দত্ত দাবি ৮৭।/৯ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে ডুমাইপুর ১-৪৫ শতকের কাত ১৮৸৵৭ আঃ ৩০৲ খং ১৩২ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১-০৯ শতকের কাত ১১॥০ আঃ ৪০৲ খং ১৩৪

২৮ মনি ডিঃ ষ্টেট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল দেং অলিমুদ্দিন সেখ দাবি ৭৪।৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে কাঁকুড়িয়া জমি ৮১, ৪৯ জমা ৫॥৵০, ৩।৵০ Courts value lot No. 1 Rs. 70/-, lot No. 2 Rs. 40/- খং ২৫৭, ৪৬৬

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

২৩ খাং ডিঃ মহম্মদ মোহাশেন আলি মণ্ডল দিং দেং তাবারক হোসেন মণ্ডল দিং দাবি ৩২।৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে বিনোদবাটী ২-৫৮ শতকের কাত ৮৸০ আঃ ২০৲ খং ১০৮

৬৪ খাং ডিঃ দয়াময়ী দেবী দেং বীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দাবি ১৯।৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে বড়গড়া ২-৫৪ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ১১৩৭

৭৫ খাং ডিঃ মনোরমা দেবী দেং আজিজুল্লা সেখ দিং দাবি ৩২।৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে সেখপাড়া ৮৩ শতকের কাত ৪।৵৫ আঃ ১০৲ খং ৬৪২

৬৭ খাং ডিঃ কামেশ্বরনাথ লালা দেং কেফাত সেখ দিং দাবি ১৪৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে বেলাইপাড়া ৫ শতকের কাত ॥৵০ আঃ ৫৲ খং ২৭১

৭১ খাং ডিঃ রাখালরাজ রায় দিং দেং শ্রীশ চন্দ্র মাঝি দিং দাবি ২৫৸৵৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে দোহাইল ডাঙ্গাপাড়া ৬-৪৪ শতকের কাত ১৮৲ আঃ ১০৲ খং ৬৬১

৭২ খাং ডিঃ ভোলানাথ রায় চৌধুরী দেং আনোয়ার সেখ দিং দাবি ১১।৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে দোহাইল ডাঙ্গাপাড়া ১-৬৭ শতকের কাত ৯।০ আঃ ১০৲ খং ৪২৮

৭৩ খাং ডিঃ সেবাইত ভোলানাথ রায় চৌধুরী দেং ইজ্জত সেখ দাবি ১২।৵০ মৌজাদি ঐ ১-৬৯ শতকের কাত ১১৵১০ আঃ ৫৲ খং ৩০০

১০৩ খাং ডিঃ জীবনকালী রায় দেং বিশ্বনাথ সরকার দাবি ৬২॥৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে পলন্দা ১-৯৮ শতকের কাত ৯।০ আঃ ২৫৲ খং ১৪

৬৭ খাং ডিঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে দিং দেং তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ১০৩।/৩ থানা ফরাক্কা মৌজে আলাইপুর ও ফতেপুর ২১-৩৯ শতকের কাত ১৭৸৫ বার্ষিক সেস ২।৵৬ শিঃ সেস ৪।/০ আঃ ৯০৲

৬৮ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দেং জলিল সেখ দিং দাবি ৫২৸৬ থানা ফরাক্কা মৌজে মুস্কিনগর ২-৫১ শতকের কাত ৮৸৬ আঃ ১০৲ খং ৪৪০

৬৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৯।৯ মৌজাদি ঐ ৪৫ শতকের কাত ২৲ আঃ ৫৲ খং ৪৩৯

৭০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১/৯ থানা ফরাক্কা মৌজে পারদিয়ার ৭০ শতকের কাত ২।১৫ আঃ ৫৲ খং ৪৪১

৬৫ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং সাত্তার সেখ দিং দাবি ৪৩/১ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ১-৫৮ শতকের কাত ৪৮/০ আঃ ৩০৲ খং ৬

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই জুলাই ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৫৯৬ খাং ডিঃ সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দিং দেং ভূপালচন্দ্র বড়াল নাঃ দিং পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং লক্ষ্মীরাণী দাসী দিং দাবি ৫৮৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দফরপুর ৩১ শতকের কাত ৩।৵৫ আঃ ১০৲ খং ৫২৯ রায়ত স্থিতিবান।

৬৬৯ খাং ডিঃ সেঃ চিন্ময়ী দেবী দেং সুধীররঞ্জন ধর দিং দাবি ২১৸৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গনকর ৩-৩৭ শতকের কাত ৩৲ আঃ ৫৲ খং ৫২ ও ৬২০

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৪২ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং আলিজান্নেশা বিবি ওরফে আলিসান্নেশা বিবি দাবি ৭৭।৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া

১-১৫ শতকের কাত ৬।৵৮ পাই আঃ ১০৲ খং ১১৬ রায়ত স্থিতিবান।

৪৩ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং অশ্বিনী কুমার দাস দাবি ৫৮৷৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ৭৮ শতকের কাত ৫৹১ পাই আঃ ১৫৲ খং ৯০ রায়ত স্থিতিবান।

৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেং দেবব্রত সরকার দিং দাবি ৪৯৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গনকর, বৃন্দাবনপুর, দক্ষিণপাড়া, রামচন্দ্রবাটী ও বিজয়পুর ৫-৬২ শতকের কাত ১৩৸৯ আঃ ২৫৲ খং ২২০, ৪৬, ২৬২, ৩১১ ও ৪০ রায়ত স্থিতিবান।

৯০ খাং ডিঃ ঐ দেং ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌবে দিং দাবি ৩১৷৵৬ থানা ঐ মৌজে ভাবকী ৩০০ শতকের কাত ৩৸০ ডিক্রীদারের নিজাংশে ৷৵০ আনা আঃ ১০৲ খং ২৭৬ রায়ত স্থিতিবান।

৮৯ খাং ডিঃ ঐ দেং আহাম্মদ সেখ দিং দাবি ২৬৸৩ থানা ঐ মৌজে খড়কাটী ৩৩ শতকের কাত ২৵০ ডিক্রীদারের নিজাংশে ।৵১৩।— আঃ ৫৲ খং ৯৮ রায়ত স্থিতিবান।

৯১ খাং ডিঃ ঐ দেং নেকুমুদ্দিন সেখ ওরফে সোকুমুদ্দিন সেখ দাবি ২৬৷৵০ মৌজাদি ঐ ৩৬ শতকের কাত ১৸৵১০ গণ্ডা ডিক্রীদারের নিজাংশে ।৵১৷— আঃ ৫৲ খং ২৮০ রায়ত স্থিতিবান।

৯৩ খাং ডিঃ ঐ দেং আতারুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ১৮৸৩ মৌজাদি ঐ ২-৯৭ শতকের কাত ৬৷৵০ ডিক্রীদারের নিজাংশে ১৵১০ আঃ ২৪০৲ (assessed by court) রায়ত স্থিতিবান।

১৫৫ খাং ডিঃ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ দেং শান্তিসুধা দাসী দিং দাবি ১৩৸৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাইকর ৩-০১ শতকের কাত ৷৵৭ আনা আঃ ৫৲ খং ৭৭ রায়ত স্থিতিবান।

১৫৬ খাং ডিঃ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ দেং কালু মণ্ডল দাবি ৬০৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাঞ্চনপুর ৩-৬২ শতকের কাত ১৪৸৵৫ আঃ ৩০৲ খং ১৩৮, ৩০৬ রায়ত স্থিতিবান।

১৫১ খাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলাক্ষা দেং তিনকড়ি সরকার দাবি ৪৬৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুলড়ী ২-৫৯ শতকের কাত ৮৵০ আঃ ৩০৲ খং ২৯

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায় ?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে !
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—
শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।